দৈনিক ইত্তেফাক

JAN 20 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...১.৬ কলাম ...১...

কলেজ পড়ুয়া অনেক ছাত্র-ছাত্রী জানে না ল্যাবরেটরী কি জিনিস

রেজানুর রহমান ॥ বিজ্ঞানের বিস্ময়কর যুগেও দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক ল্যাবরেটরী সুবিধা নেই। আর তাই দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, স্কুল-কলেজ পড়ুয়া অনেক ছাত্র-ছাত্রী ল্যাবরেটরী কি জিনিস তা ভাল করে জানে না। পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহারিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকলেও অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে গ্রামের স্কুল-কলেজে ল্যাবরেটরীর অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা 'অন্ধকার হাতড়ে' লেখাপড়া করছেন। বোর্ডের পরীক্ষায় 'সমঝোতা সিদ্ধান্তে' তারা নম্বর পাচ্ছেন। বিষয়টি বছরের পর বছর ধরে ওপেন সিক্রেট।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ এ ব্যাপারে স্কুল-কলেজ পর্যায়ে এমনকি প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও সুনজর নেই। বিজ্ঞান পড়াতে হলে বিজ্ঞানাগার প্রয়োজন। এ উপলব্ধি প্রায় সকলের। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর কোন বাস্তবায়ন নেই। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে দেশে শতকরা ৬০/৭০ ভাগ স্কুল-কলেজে কোন বিজ্ঞানাগার নেই। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানাগার আছে সেখানে

কলেজ পড়ুয়া

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দক্ষ শিক্ষক নেই। কোথাও ডেমনেসট্রেটর শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। আবার কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারী না থাকায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিতে প্রায়শঃই ধুলার আস্তরন জমে ওঠে। ব্যবহারের অভাবে দামী যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যায়। অথচ এ ক্ষেত্রে কোন জবাবদিহিতা নেই।

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী ও অংক বিষয়ের দক্ষ শিক্ষক নেই। বিষয়টি এখন বহুল আলোচিত। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানাগার নেই এ বিষয়টি মোটেই গুরুত্ব পাচ্ছে না। অথচ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ে নিয়মমাফিক 'প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা' গ্রহণ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে মফস্বল এলাকার একজন শিক্ষকের মন্তব্য- আমরা জেনেশুনে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে প্রতারণা করছি। দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণাগার না থাকায় প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার আগে 'বিশেষ সমঝোতা' প্রক্রিয়ায় সম্মতি জানাতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় হাজির হলেই 'এভারেজ' নম্বর পেয়ে যায়।

অভিজ্ঞ মহলের মতে, বিজ্ঞানের এই যুগে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ করে গড়ে তোলার স্বার্থে স্কুল-কলেজে বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরী। এক্ষেত্রে দক্ষ-অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকার কোন বিকল্প নেই। বোর্ডের পরীক্ষায় 'সমঝোতা সিদ্ধান্তে' নম্বর প্রদানের ধারারও পরিবর্তন করা দরকার।